শুচিশুক্রগতেকালে যেঽর্চ্চয়িষ্যন্তি কেশবম্। জলস্থং বিবিধৈঃ পুষ্পৈর্মুচ্যন্তে যমতাড়নাৎ ॥ ঘনাগমে প্রকুর্ব্বন্তি জলস্থং বৈ জনার্দ্দনম্। যে জনা নৃপতিশ্রেষ্ঠ তেষাং বৈ নরকং ধ্রুবমিতি। এবমন্যত্রাপি। পরিচর্য্যাবিধৌ তদ্দেশকালসুখদানি শতশো বিহিতানি। তদ্বিপরীতানি নিষিদ্ধানি চ বিষ্ণুযামলে—বিষ্ণোঃ সর্ব্বর্ত্তু চর্য্যা চেতি। অতএবোক্তম্—যদ্‌যদিষ্টতমং লোকে ইত্যাদি। তত্র তত্রেষ্টমন্ত্রধ্যানস্থলং চ সর্ব্বর্ত্তুসুখময়মনোহররূপরসগন্ধস্পর্শ শব্দময়ত্বেনৈব ধ্যাতুং বিহিতমস্তি। অন্যথা তত্তদাগ্রহস্য বৈয়র্থ্যং স্যাৎ। তস্মাদগ্ন্যাদৌ তত্তদন্তর্য্যামিরূপ এব ভাব্য ইতি স্থিতম্ ॥ ১১।১১ ॥ শ্রীভগবান ॥ ২৯৫ ॥

ইহার পর অধ্যায়ের প্রথমেই দুইটি শ্লোকের দ্বারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাত্র নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

> কর্ম্মনিষ্ঠাদ্বিজাঃ কেচিৎ তপোনিষ্ঠা নৃপাপরে।
> স্বাধ্যায়েঽন্যে প্রবচনে কেচন জ্ঞানযোগয়োঃ ॥
> জ্ঞাননিষ্ঠায় দেয়ানি কব্যান্যানন্ত্যমিচ্ছতা।
> দৈবে চ তদভাবে স্যাদিতরেভ্যো যথার্হতঃ ॥ ৭।১৫।১—২ ॥

"হে মহারাজ! সেই ব্রাহ্মণগণ মধ্যে কেহ কর্ম্মনিষ্ঠ, কেহ বা তপোনিষ্ঠ, কেহ বা স্বাধ্যায়নিষ্ঠ, কেহ বা ব্যাখ্যায়নি, অপর কেহ বা জ্ঞান ও যোগনিষ্ঠ। তন্মধ্যে পিতৃলোক উদ্দেশ্যে দেয় পদার্থের অনন্তফল প্রাপ্তির কামনায় জ্ঞাননিষ্ঠকে অর্পণ করিবে এবং দেবতা উদ্দেশ্যেও দেয় হবি তাহাকেই (জ্ঞাননিষ্ঠকে) অর্পণ করিবে। যদি সেই জ্ঞাননিষ্ঠ পাত্র না পাওয়া যায়, তাহা হইলে জ্ঞানবিকাশের তারতম্য অনুসারে দানপাত্র নির্দ্দেশ করিয়া লইবে।" এই প্রসঙ্গের দ্বারা ইহাই বুঝাইলেন—যেমন মুমুক্ষু প্রভৃতির জ্ঞানী পূজাই মুখ্য; যদি জ্ঞানীপাত্র না পাওয়া যায়, তবেই জ্ঞানবিকাশের তারতম্যানুসারে পুরুষান্তরের পূজা করার ব্যবস্থা, তেমনই যাহারা প্রেমভক্তি-লাভের কামনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে প্রেমভক্ত পূজাই শ্রেষ্ঠ। অতএব প্রেমিক ভক্তগণের ও চিত্তের পরমাশ্রয় যে শ্রীমূর্ত্তি, সেই শ্রীমূর্ত্তির পূজাই প্রেমিক ভক্তপূজা হইতে যে অধিক—তাহা বলাই বাহুল্য। যেহেতু শ্রীমূর্তিতে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ আবির্ভাব আছে। এইপ্রকারে প্রেমিক ভক্তগণের চিত্তের পরমাশ্রয়রূপ শ্রীভগবানের প্রচুরতর প্রকাশের স্থান বলিয়া শ্রীবিষ্ণু যদ্যপি বিশ্বব্যাপক, তথাপি শ্রীশালগ্রাম প্রভৃতিতে তাঁহার (শ্রীভগবানের) আবির্ভাবস্থান, নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। মনুষ্যের মধ্যে যেমন শ্রীভগবান অন্তর্য্যামীরূপে আছেন—এইপ্রকার দৃষ্টি রাখিয়া পূজা করিতে হয়, শ্রীবিগ্রহ শ্রীশালগ্রাম প্রভৃতিতে কিন্তু সেইপ্রকার অন্তর্য্যামীতাময় দৃষ্টিতে পূজা